এক ম্যাচে সাত লাল কার্ডে রেকর্ড ● খেলা শেষে হাতাহাতি

প্রহসনের রেফারিংয়ে আরব সাগর তীরে হার ফেরান্দোর মোহনবাগানের

মুম্বই সিটি এফসি- ২
(স্টুয়ার্ট, বিপিন)
মোহনবাগান- ১ (কামিংস)

স্টাফ রিপোর্টার : আইএসএলে থামল মোহনবাগানের বিজয়রথ। টানা সাত ম্যাচ অপরাজিত থাকার পর বুধবার মুম্বই সিটি এফসির কাছে ১-২ গোলে হারল জুয়ান ফেরান্দো ব্রিগেড। জেসন কামিংসের গোলে পাওয়া লিড ধরে রাখতে পারল না মোহনবাগান। গ্রেগ স্টুয়ার্ট এবং বিপিন সিংয়ের গোলে তিন পয়েন্ট পেয়ে যায় মুম্বই। তবে খেলার ফল ছাপিয়ে আলোচনায় ম্যাচে হওয়া কুৎসিত রেফারিং।

বর্তমানে ভারতীয় দলের অধিকাংশ তারকাই মোহনবাগান আর মুম্বইয়ে খেলেন। সঙ্গে একঝাঁক হাইপ্রোফাইল বিদেশি। এমন ম্যাচের দিকে দুই দলের সমর্থক তো বটেই, দেশের অন্য ফুটবলপ্রেমীরাও তাকিয়ে থাকেন। এমন একটা ম্যাচের রং ফিকে করে দিলেন রেফারি রাহুল গুপ্ত। একের পর এক ভুল সিদ্ধান্ত আর অনাবশ্যক কার্ড দেখিয়ে। বক্সের মধ্যে হ্যান্ডবল করেও বেঁচে গেল মুম্বই। আবার নিজেদের বক্সে ফাউল করেও শাস্তি পেল না মোহনবাগান। সবমিলিয়ে সাত-সাতটা লাল কার্ড দেখালেন রেফারি, আইএসএলে যা হয়নি আগে! শুরুটা হয়েছিল ১৩ মিনিটে। বল দখলের লড়াইয়ে লাফিয়ে উঠে মনবীরকে হাঁটু দিয়ে আঘাত করে লাল কার্ড দেখেন আকাশ। তবে দ্বিতীয়ার্ধে যেন কার্ড দেখানোর উৎসব শুরু করেন রেফারি! মিনিট চারেকের মধ্যে জোড়া লাল কার্ড দেখল মোহনবাগান।

এরমধ্যে ৫৩ মিনিটে ডিয়াজকে পিছন থেকে ট্যাকেল করে সরাসরি মার্চিং অর্ডার পান আশিস রাই। তার রেশ কাটার আগেই ৫৭ মিনিটে রেফারির সঙ্গে তর্ক করে হলুদ কার্ড দেখলেন লিস্টন কোলাসো। সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে রেফারির দিকে তেড়ে যাওয়ায় সঙ্গে সঙ্গেই লাল কার্ড দেখেন সবুজ-মেরুনের গোয়ানিজ উইঙ্গার। ম্যাচের শুরুর দিকে আকাশ মাঠ ছাড়ার পর দীর্ঘক্ষণ 'অ্যাডভান্টেজ' পেয়েছিল মোহনবাগান। তবে এবার সেই 'অ্যাডভান্টেজ' চলে যায় মুম্বইয়ের হাতে। তবে শেষ পর্যন্ত সেই 'অ্যাডভান্টেজ' ধরে রাখতে পারেনি মুম্বইও। ৮৮ মিনিটে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন স্টুয়ার্ট। ১৮ মিনিট আগেই রেফারির সঙ্গে তর্ক করে প্রথম হলুদ কার্ডটি দেখেন তিনি। তবে এখানেই রেফারির লাল কার্ড দেখানো শেষ হয়নি। ম্যাচ শেষে হাতাহাতি শুরু হয়ে যায় দু'দলের ফুটবলারদের মধ্যে। যার পর রেফারি লাল কার্ড দেখান মোহনবাগানে হেক্টর ইউস্তে এবং মুম্বইয়ের রাহুল বেকে ও বিক্রমপ্রতাপ সিংকে।

পরের পর কার্ড দেখিয়ে খলনায়ক রেফারি রাহুল গুপ্ত।

আর এমন রেফারিংয়ে আড়ালে চলে গেল দুই দলের দুরন্ত ফুটবল। এদিন দু'দলের প্রথম গোলটা যেন একে অপরের ফটোকপি। ২৫ মিনিটে বক্সের বাঁদিক থেকে লিস্টনের মাটি ঘেঁষা মাইনাস জালে রাখতে ভুল করেননি কামিংস। ৪৪ মিনিটে প্রায় একই জায়গা থেকে বিপিনের তোলা ক্রসে সমতা ফেরালেন স্টুয়ার্ট। ৭৩ মিনিটে এগিয়ে যায় মুম্বই। শর্ট কর্নার থেকে বল ধরে বক্সে ঢুকে শট নিয়েছিলেন বিপিন। থাপার পায়ে লেগে দিক পরিবর্তন করা সেই বলের নাগাল পাননি মোহনবাগান গোলকিপার বিশাক কাইথ। এবার লিগে প্রথম হারের পর ফেরান্দো বলে গেলেন, "রেফারিং নিয়ে কিছু বলতে চাই না। সবাই দেখেছে পুরোটা। তবে আমাকে আবার নতুন করে পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে পরের ম্যাচের জন্য।"

এমন রেফারিংয়ের শিকার হওয়ার পর আর কী বা বলতেন ফেরান্দো!

খেলরত্ন সাত্ত্বিক-চিরাগ ● দ্রোণাচার্য জয়ন্ত

বাংলা থেকে সামির সঙ্গে অর্জুন ঐহিকা-অনুশও

বাংলা থেকে অর্জুন পুরস্কার পেলেন যাঁরা : মহম্মদ সামি, ঐহিকা মুখোপাধ্যায় ও অনুশ আগরওয়াল (বাঁদিক থেকে)।

স্টাফ রিপোর্টার : চলতি বছরে অর্জুন পুরস্কার পাচ্ছেন বাংলার তিন ক্রীড়াতারকা। ক্রিকেটের মহম্মদ সামি, টেবিল টেনিসের ঐহিকা মুখোপাধ্যায়ের পাশাপাশি ৯ জানুয়ারি এই সম্মান উঠবে ইকুয়েস্ট্রিয়ানের অনুশ আগরওয়ালের গলায়। পাশাপাশি এ বছর দ্রোণাচার্য পুরস্কার (জীবনকৃতি বিভাগ) পাচ্ছেন বাংলার টেবল টেনিস কোচ জয়ন্ত পুশিলাল। তাঁর হাত ধরেই উঠে এসেছেন আন্তর্জাতিক স্তরে পদক পাওয়া বাংলার বহু 'প্যাডলার'।

মঙ্গলবার জাতীয় ক্রীড়া সম্মান প্রাপকদের তালিকা ঘোষণা করা হয়। সেখানেই নাম রয়েছে সামি-ঐহিকা-অনুশের। সদ্যসমাপ্ত বিশ্বকাপে দুরন্ত ছন্দে ছিলেন সামি। ৭ ম্যাচে ২৪ উইকেট নিয়ে বিশ্বকাপের সেরা বোলারও হয়েছেন এই পেসার। একমাত্র ক্রিকেটার হিসাবে এ বছর এই পুরস্কার পাচ্ছেন সামি। অন্যদিকে, হাংঝৌ এশিয়ান গেমসে দেশের প্রথম জুটি হিসাবে সুতীর্থা মুখোপাধ্যায়কে সঙ্গী করে মেয়েদের ডাবলসে পদক জেতেন ঐহিকা। গেমসে একটি করে সোনা-রুপো পান বালিগঞ্জের অনুশ। বিশ্বমঞ্চে এমন পারফরম্যান্সের সুবাদেই অর্জুনের জন্য মনোনীত হন বাংলার এই তিন ক্রীড়াবিদ।

ঐহিকা বর্তমানে পঞ্চকুলায় ব্যস্ত জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ নিয়ে। তার মধ্যেই 'অর্জুন' হওয়ার খবরে উচ্ছ্বসিত এই 'প্যাডলার' ফোনে বললেন, "এর আগে মৌমাদি (দাস), পৌলমীদি (ঘটক) অর্জুন পুরস্কার পেয়েছে। আমিও স্বপ্ন দেখতাম এই সম্মানের। এর আগে ২০২০-তে নাম সুপারিশ করা হলেও সেবার আমি মনোনীত হইনি। তাই এবার সুপারিশের খবর জানার পর বেশি আশা করিনি। এই পুরস্কার আমার সাফল্যের খিদে আরও বাড়িয়ে দেবে।" বাংলার এই তিন ক্রীড়াবিদ ছাড়া আরও ২৩ জন এ বছর অর্জুন পুরস্কার পাচ্ছেন। ভারতীয় ক্রীড়ার সর্বোচ্চ সম্মান মেজর ধ্যানচাঁদ খেলরত্ন পাচ্ছেন ব্যাডমিন্টনের সাত্ত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি ও চিরাগ শেট্টি জুটি।

ঘোষণা কেকেআর মেন্টর গম্ভীরের

'এক্স ফ্যাক্টর হবে স্টার্ক'

দুবাই : যাকে বলে ধুন্ধুমার কাণ্ড। আইপিএল নিলামে মিচেল স্টার্ককে ২৪.৭৫ কোটিতে দলে নিয়ে তেমনটাই ঘটিয়েছে কেকেআর। যার নেপথ্যে রয়েছে 'মেন্টর' গৌতম গম্ভীরের কুশলী মগজাস্ত্র। নিলামে রেকর্ড অঙ্কে অস্ট্রেলীয় পেসারকে দলে নেওয়াটা নাইটদের 'মাস্টারস্ট্রোক' নাকি 'বড় ভুল', তা নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত ক্রিকেট মহল। গম্ভীর অবশ্য দরাজ সার্টিফিকেট দিয়ে গেলেন দলের বোলিং বিভাগের নতুন অস্ত্রকে।

স্টার্ককে দলে নেওয়ার প্রসঙ্গে কেকেআর মেন্টর বলেছেন, "স্টার্ক টিমের এক্স-ফ্যাক্টর। এই নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। নতুন বলে ও কী করতে পারে, তা সকলেই জানে। ডেথ ওভারে ওর মতো কার্যকরী আর কেউ নয়। সবচেয়ে বড় কথা, স্টার্ক এমন একজন প্লেয়ার যে কি না বোলিং বিভাগকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে জানে।" এমন প্লেয়ার দলে থাকলে টিমের মনোবল কয়েকগুণ বেড়ে যায়, মত 'গোতি'র। সঙ্গে যোগ করেছেন, "স্টার্কের উপস্থিতি দলের বাকি বোলারদের ভালো পারফরম্যান্সে উদ্বুদ্ধ করবে। ওর মতো অভিজ্ঞ প্লেয়ারের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারবে আমাদের বোলাররা। ঘরোয়া ক্রিকেটে সফল দু'জন বোলার আমাদের টিমে রয়েছে। তারাও প্রতিভাবান। স্টার্কের পরামর্শ মিডল ওভারে ওদের আরও ক্ষুরধার হতে সাহায্য করবে। শুধু বোলার নয়, মিচেল লিডার হিসাবেও দুর্দান্ত।" এমন সর্বগুণসম্পন্ন প্লেয়ারের জন্য 'অলআউট' ঝাঁপিয়ে যে কোনও ভুল করেননি, অকপটে জানিয়েছেন গৌতম।

> স্টার্কের উপস্থিতি দলের বাকি বোলারদের ভালো পারফরম্যান্সে উদ্বুদ্ধ করবে। ওর মতো অভিজ্ঞ প্লেয়ারের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারবে আমাদের বোলাররা।
> **গৌতম গম্ভীর**

মিচেল স্টার্ক।

প্রসঙ্গত, নিলাম থেকে দলের বোলিং লাইন আপকে শক্তিশালী করে তোলাই লক্ষ্য ছিল কেকেআরের। টিমে একজন দক্ষ বাঁ-হাতি পেসারকে চাইছিলেন গম্ভীর। পছন্দের তালিকায় সবার উপরে নাম ছিল স্টার্কের। দুবাইয়ে সেই লক্ষ্যপূরণে সফল নাইটরা। গম্ভীর বলেন, "আমাদের বোলিং বিভাগে যথেষ্ট গভীরতা রয়েছে। শক্তিশালী বোলিং লাইন আপ তৈরি করা লক্ষ্য ছিল। স্টার্ক ছাড়াও আমাদের হাতে মুজিব (উর রহমান), গাস (অ্যাটকিনসন), সুনীল (নারিন), বরুণ (চক্রবর্তী) রয়েছে। চেতন (সাকারিয়া), হর্ষিত (রানা), সুয়াসের (শর্মা) মতো দক্ষ বোলার রয়েছে। ফলে পরিস্থিতি অনুযায়ী বোলিং কম্বিনেশন বাছাইয়ে সমস্যা হবে না।"

অধিনায়ক হিসাবে কেকেআর-কে দু-দু'বার শিরোপা জিতিয়েছেন গম্ভীর। এবার মেন্টর হিসাবে সেই সুদিন ফেরানোর স্বপ্ন দেখছেন তিনি। নাইটদের মেন্টর বলেছেন, "কেকেআর আমার কাছে নিছক টিম নয়। আবেগ। কলকাতার মানুষ বরাবর ভালোবাসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। তার টানেই ফিরে এসেছি। চেষ্টা করব, অতীতের সেই সুখস্মৃতি ফিরিয়ে আনার। শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে চেষ্টা করব কেকেআরকে আইপিএল চ্যাম্পিয়ন করতে।"

রোহিত শর্মা।

রোহিতকে ছাড়বে না মুম্বই

মুম্বই: আসন্ন আইপিএলে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের অধিনায়কত্ব করতে আর দেখা যাবে না রোহিত শর্মাকে। তাঁর বদলে পাঁচবারের আইপিএল জয়ী ফ্র্যাঞ্চাইজির নেতৃত্ব দেবেন হার্দিক পাণ্ডিয়া। যাঁকে পনেরো কোটি টাকায় গুজরাত টাইটান্স থেকে নিয়ে এসেছে মুম্বই। যা নিয়ে কম বিতর্ক চলছে না। বলা হচ্ছে, রোহিত শর্মা অচিরেই মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবেন। কিন্তু মুম্বই ইন্ডিয়ান্স কর্তৃপক্ষ পরিষ্কার জানিয়ে দিল, রোহিত কেন, টিমের কোনও ক্রিকেটারকেই 'ট্রেড' করা হবে না।

আজ, বুধবার থেকে ফের খুলে গেল ট্রেডিং উইন্ডো। গতকাল নিলামের ফাঁকে মধ্যবর্তী বিরতির সময় এক মুম্বই ইন্ডিয়ান্স সমর্থক টিম মালিক আকাশ আম্বানির উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলেন, "রোহিত শর্মা কো ওয়াপস লো। রোহিতকে ফেরাও।" আকাশ তাঁকে আশ্বস্ত করে বলেন যে, "রোহিতকে ব্যাট করতে দেখতে পাবেন আপনারা।" পরে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স কর্তৃপক্ষ থেকে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়, রোহিত বা অন্য কোনও ক্রিকেটারকেই ট্রেড করবে না তারা।

সিরিজ নির্ধারক ওয়ান ডে-তে মুখোমুখি ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা

আজ রাহুলের সামনে বিরাট হওয়ার চ্যালেঞ্জ

পার্ল : ২০১৮-র পর আবার কি দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে ওয়ান ডে সিরিজ জিততে পারবে ভারত? সেই প্রশ্নজিজ্ঞাসাকে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার পার্লে সিরিজের তৃতীয় তথা নির্ধারক ম্যাচে প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে খেলতে নামছে ভারতীয় দল। ২০১৮-তে বিরাট কোহলির নেতৃত্বে প্রোটিয়া সফরে ওয়ান ডে সিরিজ জিতেছিল ভারত। এবার রিঙ্কু সিংদের সামনে তার পুনরাবৃত্তি ঘটানোর সুযোগ। কেএল রাহুল কি পারবেন '১৮-র বিরাট হয়ে উঠতে? পরিস্থিতিগত বিচারে কিছুটা হলেও চাপে টিম ইন্ডিয়া। জোহানেসবার্গে প্রথম ম্যাচে দুরন্ত জয় লাভ করেছিলেন রাহুলরা। মঙ্গলবার পোর্ট এলিজাবেথে পাল্টা প্রত্যাঘাত করেছে প্রোটিয়া বাহিনী। সিরিজ এখন ১-১। অর্থাৎ পার্লে 'মাস্ট উইন' পরিস্থিতিতে মুখোমুখি দু'দল।

শেষ ম্যাচে জয়টা যেখানে এডেন মার্করামদের আত্মবিশ্বাস অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছে, সেখানে চাপে টিম ইন্ডিয়া। দ্বিতীয় ম্যাচে সাই সুদর্শন ও রাহুল ছাড়া রান পাননি দলের বাকি ব্যাটাররা। দলের ব্যাটিং ব্যর্থতার পাশাপাশি ম্রিয়মান বোলিং চিন্তায় রাখবে ভারতীয় শিবিরকে। ওয়ান ডে সিরিজে এখনও উইকেট পাননি মুকেশ কুমার। তবে একটা ম্যাচে হারে আতঙ্কের কিছু দেখছে না টিম ম্যানেজমেন্ট। পোর্ট এলিজাবেথে হারের পিছনে টস-ফ্যাক্টরকে বড় কারণ বলে মনে করছেন অধিনায়ক রাহুল। তাঁর কথায়, "শুরুতে বোলার যে সুবিধা পিচ থেকে পাচ্ছে, সেটা পরে থাকছে না। ফলে প্রথমে ব্যাট করা কঠিন হচ্ছে।" তবে দ্বিতীয় ম্যাচে দল ৫০-৬০ রান কম তুলেছে, মানছেন কেএল। ভারত অধিনায়ক বলেছেন, "২৪০-২৫০ রান চ্যালেঞ্জিং স্কোর হতে পারত। কিন্তু পরপর উইকেট হারানোর সেই টার্গেটে আমরা পৌঁছতে পারিনি। কঠিন সময়ে উইকেট হারানোর মাশুল গুনতে হয়েছে।"

দলে রজত পাতিদার, যুজবেন্দ্র চাহালের মতো প্লেয়ার এখনও খেলার সুযোগ পাননি। ফর্মে না থাকা তিলক ভার্মার জায়গায় পাতিদার সুযোগ পান কি না সেটাই দেখার। ওপেনিংয়ে সুদর্শন ভরসা দিলেও রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের ছন্দে না থাকা চিন্তায় রাখবে টিম ম্যানেজমেন্টকে। পাশাপাশি দ্বিতীয় ম্যাচে দাগ কাটতে ব্যর্থ হন ভারতীয় স্পিনাররা। সেটা মাথায় রেখে চাহালকে প্রথম দলে আনার পরিকল্পনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

উল্টোদিকে, সিরিজ নির্ধারক ম্যাচে খেলতে নামার আগে অবশ্য আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে প্রোটিয়া শিবির। পোর্ট এলিজাবেথে দুরন্ত শতরানে নজর কেড়েছেন ওপেনার টোনি ডি'জর্জি। তাঁর প্রশংসা করে মার্করাম বলেছেন, "উইকেট থেকে বোলাররা বাড়তি সুবিধা পাচ্ছিল। সেই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে টোনির শতরান ডবল সেঞ্চুরির সমান। পরের ম্যাচে অনেক আত্মবিশ্বাসী হয়ে ও মাঠে নামবে।" সবমিলিয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে রাহুলের ভারতের সামনে।

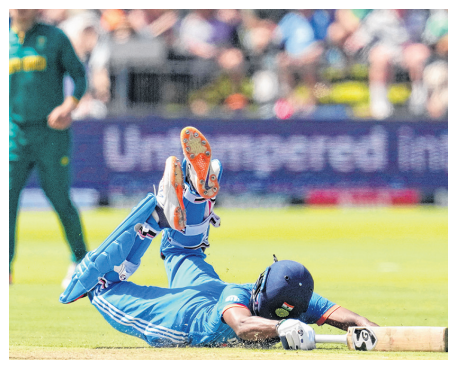
আজ ঘুরে দাঁড়াতে পারবে ভারত?

আজ টিভিতে
দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম ভারত
তৃতীয় ওয়ান ডে, বিকেল ৪.৩০
পার্ল, স্টার স্পোর্টসে

চোট ভোগাচ্ছে নেমারকে।

কোপায় নেই নেমার

সাও পাওলো : মাস দুয়েক আগে উরুগুয়ে ম্যাচের পর থেকেই নেমারের চোট নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছিল। তবে কি আগামী বছর কোপা আমেরিকার মঞ্চে দেখা যাবে না সাম্বা ফুটবলের বর্তমান রাজপুত্রকে?

ব্রাজিলের টিম ডাক্তার রড্রিগো লাসমার অবশ্য যা বলেছেন, তাতে সেই জল্পনাই হয়তো সত্যি হতে চলেছে। ঠিক কী বলেছেন লাসমার? ব্রাজিলের এক সংবাদমাধ্যমে তিনি বলেন, "নেমারের চোট সারতে সময় লাগবে, অন্তত নয় মাস। সারা বিশ্বেই হাঁটুর লিগামেন্টে সার্জারির পর ফিরতে এই সময় লাগে। আমরা ওর প্রত্যাবর্তন নিয়ে কোনও তাড়াহুড়ো করছি না। আশা করা হচ্ছে আগস্টের মধ্যে ও ফিট হয়ে উঠবে।" আগামী জুনে শুরু হবে কোপা। লাসমারের কথা থেকেই স্পষ্ট, সেই প্রতিযোগিতায় নেমারের খেলার কোনও সম্ভাবনাই নেই।

এমনিতেই ভিনিসিয়াস জুনিয়র, এডের মিলিতাওয়ের মতো সাম্বা ফুটবলারের চোট রয়েছে। তার মধ্যেই নেমারের ছিটকে যাওয়ার খবর বড় ধাক্কা সেলেকাওদের জন্য।

'অভিযুক্ত' ফুটবলারকে খেলাল না ইস্টবেঙ্গল

স্টাফ রিপোর্টার : অনূর্ধ্ব-১৭ ইউথ এলিট লিগের ডার্বি হেরে ইস্টবেঙ্গলের এক ফুটবলারের বিরুদ্ধে বয়স ভাঁড়ানোর অভিযোগ তুলেছে মোহনবাগান। এরমধ্যেই লিগের তৃতীয় ম্যাচে স্কোয়াডের পাঁচ ফুটবলার বদলে ইস্টবেঙ্গলের খেলতে নামা নিয়ে নতুন জল্পনা। সবুজ-মেরুনের দাবি, তাদের অভিযোগের জেরেই এই সিদ্ধান্ত। লাল-হলুদ শিবির জানিয়েছে, চোট ও অসুস্থতার জন্যই এই বদল।

বুধবার কল্যাণী স্টেডিয়ামে লিগের ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের প্রতিপক্ষ ছিল ইউনাইটেড স্পোর্টস। টিম লিস্ট অনুযায়ী, ডার্বির স্কোয়াডে থাকা আলফ্রেড লালরিনপুইয়া, রণিত মণ্ডল, সুমিত দুর্লভ, অনিকেত কর ও মহম্মদ ইউসুফকে এদিন দলে রাখা হয়নি। এরমধ্যে প্রথম দু'জন ডার্বি খেলেন শুরু থেকে, সুমিত নামেন পরিবর্ত হিসাবে। মোহনবাগানের দাবি, তারা যে ফুটবলারের বিরুদ্ধে আধার কার্ড জালিয়াতির অভিযোগ তুলেছে তাঁকে এদিন দলে রাখা হয়নি। যদিও ইস্টবেঙ্গল কোচ বরুণ সেনগুপ্ত জানিয়েছেন, আলফ্রেড চোট এবং বাকিরা অসুস্থতার জন্য খেলতে পারেননি।

স্কোয়াডে বদল সংক্রান্ত বিতর্কের মধ্যে ম্যাচও হারল ইস্টবেঙ্গল। শুরুতে দেবজিৎ রায়ের গোল এগিয়ে দেয় লাল-হলুদকে। তবে বিরতির আগে দেবাশিস হালদার ও পরে সোহেল মণ্ডলের গোলে ভর করে ২-১ ব্যবধানে ম্যাচ জেতে ইউনাইটেড। অন্য ম্যাচে স্পোর্টস ওড়িশাকে ৩-০ গোলে হারিয়ে জয়ের সরণিতে ফিরল মোহনবাগান। ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধের গোলগুলি করেন সাহিল কর, রূপম নস্কর ও প্রীতম গায়েন।

১৯ জানুয়ারি সুপার কাপে ডার্বি

স্টাফ রিপোর্টার : ১৯ জানুয়ারি কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে ফের মুখোমুখি হতে চলেছে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান। সুপার কাপে কলকাতার দুই প্রধান একই গ্রুপে রয়েছে। ফলে ডার্বি হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল আগেই। বুধবার প্রতিযোগিতার সূচি ঘোষণা করে ফেডারেশন। সূচি অনুযায়ী, প্রথমদিনই অভিযান শুরু করবে দুই প্রধান। ৯ জানুয়ারি দুপুর ২টোয় ইস্টবেঙ্গল বনাম হায়দরাবাদ এফসি ম্যাচ দিয়ে শুরু হচ্ছে প্রতিযোগিতা। সেদিনই সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় গ্রুপের আই লিগ থেকে আসা ক্লাবের মুখোমুখি হবে মোহনবাগান। ১৪ জানুয়ারি দুপুরে তাদের প্রতিপক্ষ হায়দরাবাদ, সন্ধ্যায় আই লিগে ওই ক্লাবের বিরুদ্ধে খেলবে ইস্টবেঙ্গল। ১৯ জানুয়ারি সন্ধ্যায় গ্রুপের শেষ ম্যাচে মুখোমুখি হবে দুই প্রধান।

ইস্টবেঙ্গল ভাইস প্রেসিডেন্ট রাহুল

স্টাফ রিপোর্টার : ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট হলেন শ্রাচি গ্রুপের কর্তা রাহুল টোডি। এই মরশুমের শুরুতে লাল-হলুদের ক্রিকেট দলের স্পনসর হয়েছে শ্রাচি। মঙ্গলবার রাতের দিকে ক্লাবের কর্মসমিতির বৈঠকে তাঁকে ভাইস প্রেসিডেন্ট করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

রাহুলের সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের নতুন ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়েছেন উদ্যোগপতি এমএল লোহিয়া। এছাড়া কো-অপ্ট সদস্য হিসাবে কার্যনির্বাহী কমিটিতে যুক্ত হয়েছেন বেণীমাধব ভট্টাচার্য সহ দু'জন। জানা গিয়েছে, এই সভায় জানুয়ারি ট্রান্সফার উইন্ডোয় নতুন ফুটবলার নেওয়ার বিষয়ে ইনভেস্টর সংস্থার সঙ্গে কথা বলারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

ফুটবল কার্নিভাল

স্টাফ রিপোর্টার : রেভস্পোর্টস ও 'সংবাদ প্রতিদিন' আয়োজিত ফুটবল কার্নিভালে পুরুষ বিভাগে ফাইনালে উঠল নবজন্ম ও আদান এফসিসি। বুধবার লাল্টু দাসের একমাত্র গোলে নবজন্ম ১-০ জিতেছে বাহুইহাটি সাতঘরা বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে। আদান একই ব্যবধানে হারায় মাহে ফুটবল অ্যাকাডেমিকে।

টিমকে ফুরফুরে রাখার চেষ্টায় হরমনপ্রীত।

ক্লান্তি নিয়ে চিন্তায় হরমনপ্রীত

আজ মুম্বইয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একমাত্র টেস্ট

মুম্বই : ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক টেস্ট জয়টাই বদলে দিয়েছে আবহটা। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধেও এবার টেস্ট জয়ের স্বপ্ন দেখছে হরমনপ্রীত কউরের ভারত। বৃহস্পতিবার থেকে শুরু দু'দেশের ওয়ান-অফ টেস্ট। ইংল্যান্ডকে ৩৪৭ রানে হারিয়ে আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে ভারতের মেয়েরা। পরিসংখ্যান বলছে, দশবারের সাক্ষাতে টেস্টে কখনও অস্ট্রেলিয়াকে হারাতে পারেনি ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট টিম। কিন্তু সে'সব শুকনো পরিসংখ্যানকে আমল দিতে নারাজ ভারত অধিনায়ক হরমনপ্রীত। বলেছেন, "ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে যে মনোভাব নিয়ে খেলতে নেমেছিলাম, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সেই ইতিবাচক মানসিকতা ধরে রাখতে চাই। অস্ট্রেলিয়া নিঃসন্দেহে দল হিসাবে শক্তিশালী। কিন্তু অপরাজেয় নয়। ওদের বিরুদ্ধে আমরা আগেও খেলেছি। ফলে প্রতিপক্ষের শক্তি-দুর্বলতা অজানা নয়। টেস্টেও অস্ট্রেলিয়াকে হারানো সম্ভব।" হরমনপ্রীতকে চিন্তার রাখছে সতীর্থদের ক্লান্তি। তাঁর কথায়, "আমাদের টিম যথেষ্ট ব্যালান্সড। দলে অভিজ্ঞতার অভাব নেই। তবে ব্যাক টু ব্যাক টেস্ট খেলার জন্য ঠিকঠাক রিকভারির প্রয়োজন।"

রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন ইউথ স্পোর্টস লিগ

তিন বিভাগে সেরা গঙ্গাধরপুরের স্কুল

স্টাফ রিপোর্টার : রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন ইউথ স্পোর্টস (আরএফওয়াইএস) ২০২৩-'২৪ লিগের কলকাতা পর্বে দুর্দান্ত সফল গঙ্গাধরপুর বিদ্যামন্দির। লিগের পুরুষ বিভাগে অনূর্ধ্ব-১৫, অনূর্ধ্ব-১৭ এবং অনূর্ধ্ব-১৯ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল এই স্কুল। যা নিয়ে উচ্ছ্বসিত স্কুলের কোচ জুলু পুরকাইত। আরএফওয়াইএস-কে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, "এই মুহূর্তে নিজেকে সবচেয়ে তৃপ্ত কোচ মনে হচ্ছে। কারণ সব কোচই বড় প্রতিযোগিতা জিততে চায়। আমরা আরএফওয়াইএস-এর লিগে কলকাতা পর্বে সব বিভাগেই চ্যাম্পিয়ন হয়েছি। দলের তরুণ সদস্যদের প্রমাণের মঞ্চ হয়ে উঠেছে এই লিগ।"

চ্যাম্পিয়ন গঙ্গাধরপুর বিদ্যামন্দির।

অনূর্ধ্ব-১৫ লিগের শেষ ম্যাচে চৌভাগা হাইস্কুলকে ৩-০ গোলে হারিয়ে সেরা হয়েছে গঙ্গাধরপুর। এই বিভাগে রানার্স হয়েছে চৌভাগার স্কুলটি। অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগেও চৌভাগার স্কুলটিকে হারিয়েই চ্যাম্পিয়ন হয় গঙ্গাধরপুর। এই বিভাগে অবশ্য রানার্স হয়েছে কল্যাণগড় বিধানচন্দ্র বিদ্যাপীঠ। অনূর্ধ্ব-১৯ বিভাগে শেষ ম্যাচে গঙ্গাধরপুর ৪-২ গোলে পূর্ব বারাসত আদর্শ বিদ্যাপীঠতে হারিয়ে লিগ শীর্ষে শেষ করেছে, দ্বিতীয় হয়েছে পরাজিত স্কুলটি। অন্যদিকে, মেয়েদের বিভাগে অনূর্ধ্ব-১৫ বিভাগের শেষ ম্যাচে নিবাধুই বালিকা বিদ্যালয়কে ২-০ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে নয়াগ্রাম থানা বালিকা বিদ্যাপীঠ। তবে অনূর্ধ্ব-১৯ বিভাগে দেখা গিয়েছে ঠিক উল্টো দৃশ্য। এই বিভাগে শেষ ম্যাচে নয়াগ্রামের স্কুলকে ২-১ গোলে হারিয়ে সেরা হয়েছেন নিবাধুইয়ের মেয়েরা। অনূর্ধ্ব-১৫ বিভাগে ফিউচার হোপ স্কুল এবং অনূর্ধ্ব-১৯ বিভাগে নয়াগ্রাম রানার্স হয়েছে।